L1: চর্যাপদ: প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সূচনা ও বৈশিষ্ট্য

নীচে **BNG-H-CC-1-1-TH-TU** পেপারের উদ্দেশ্য (বাংলা সাহিত্যের আদি বিকাশ, ভাষা ও সাহিত্যধারার উৎস বোঝা) সামনে রেখে
"চর্যাপদ: প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সূচনা ও বৈশিষ্ট্য" বিষয়ের উপর স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য, বিশদ ও পরীক্ষোপযোগী স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রদান করা হলো।

▇ চর্যাপদ: প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সূচনা ও বৈশিষ্ট্য

◈ ১. ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে **চর্যাপদ** সর্বপ্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।
এটি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্যের সূচনাবিন্দু।

চর্যাপদ শুধু সাহিত্য নয়, ভাষা, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

◈ ২. ঐতিহাসিক পটভূমি

📌 আবিষ্কার

- ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী** নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন।
- তিনি এটিকে প্রকাশ করেন **"হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা"** নামে।

📌 রচনাকাল

- আনুমানিক **৮ম থেকে ১২শ শতক**
- পাল যুগ (বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারকাল)

📌 ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

চর্যাপদ মূলত **বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধকদের রচিত গীতিকবিতা**।

এই সাধকরা পরিচিত ছিলেন **সিদ্ধাচার্য** নামে।

📌 প্রধান কবি (সিদ্ধাচার্য)

- লুইপা
- কাহ্নপা
- সরহপা
- ভুসুকুপা
- শবরপা

মোট প্রায় ২৩ জন কবির রচনা পাওয়া যায়।

◈ ৩. চর্যাপদের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

⭑ (১) গীতিকবিতা

চর্যাপদ মূলত গান বা পদ আকারে রচিত।

⭑ (২) রহস্যময়তা ও প্রতীকী ভাষা

ধর্মীয় তত্ত্ব গোপন রাখার জন্য প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

☞ একে বলা হয় **সন্ধ্যাভাষা**।

⭑ (৩) আধ্যাত্মিক ভাবধারা

মুক্তি, সাধনা, আত্মজ্ঞান — প্রধান বিষয়।

⭑ (৪) লোকজ জীবনের প্রতিফলন

নদী, নৌকা, কৃষিকাজ, সমাজজীবনের চিত্র পাওয়া যায়।

⭑ (৫) সংক্ষিপ্ত ও গভীর অর্থবহ

ছোট আকার হলেও অর্থ গভীর ও দার্শনিক।

◈ ৪. ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

📌 প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন

চর্যাপদের ভাষা বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ।

📌 ভাষার মিশ্রণ

- প্রাকৃত
- অপভ্রংশ
- আদি বাংলা

📌 সন্ধ্যাভাষা

গোপন অর্থ প্রকাশের জন্য দ্ব্যর্থক ভাষা।

📌 ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

বর্তমান বাংলার অনেক শব্দের আদিরূপ পাওয়া যায়।

◈ ৫. চর্যাপদের গুরুত্ব

⭑ বাংলা সাহিত্যের সূচনা

এটি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

⭑ ভাষার ইতিহাস

বাংলা ভাষার বিকাশ বোঝার প্রধান উৎস।

⭑ ধর্মীয় ইতিহাস

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার দলিল।

⭑ সামাজিক ইতিহাস

প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়।

◈ ৬. উপসংহার

চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সোপান।
এটি শুধু কাব্য নয়, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দলিল।

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ বুঝতে চর্যাপদ অপরিহার্য।

📝 সম্ভাব্য পরীক্ষার প্রশ্ন

◆ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?
2. চর্যাপদ কোন ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে যুক্ত?
3. সন্ধ্যাভাষা কী?
4. চর্যাপদের রচনাকাল কত?

◆ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (2–5 নম্বর)

1. চর্যাপদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লিখ।
2. চর্যাপদের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য লিখ।
3. চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব লিখ।

◆ রচনামূলক প্রশ্ন (10 নম্বর)

1. চর্যাপদের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা কর।
2. চর্যাপদের ভাষা ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

◆ বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন

1. চর্যাপদকে কেন বাংলা সাহিত্যের সূচনা বলা হয়?
2. চর্যাপদের ভাষা কি সম্পূর্ণ বাংলা? বিশ্লেষণ কর।

◆ MCQ উদাহরণ

1. চর্যাপদ আবিষ্কার করেন—
   A. বিদ্যাসাগর
   B. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
   C. বঙ্কিমচন্দ্র
   D. রবীন্দ্রনাথ
2. চর্যাপদের ভাষা—
   A. সংস্কৃত
   B. আধুনিক বাংলা
   C. মিশ্র প্রাচীন বাংলা
   D. ইংরেজি

নীচে **চর্যাপদ**–বিষয়ক প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর **উপযুক্ত, পরীক্ষোপযোগী উত্তর** ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো।
পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুসারে—

- ◈ **অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** → সংক্ষিপ্ত ও নির্ভুল

- ⬩ **রচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন → প্রতিটি উত্তর প্রায় ৪০০–৪৫০ শব্দে**, বিস্তৃত ও ব্যাখ্যামূলক

◆ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

১. চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২. চর্যাপদ কোন ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে যুক্ত?
বৌদ্ধ সহজযান সাধনার সঙ্গে যুক্ত।

৩. সন্ধ্যাভাষা কী?
গূঢ় ও প্রতীকী ভাষায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশের ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলা হয়।

৪. চর্যাপদের রচনাকাল কত?
খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতক।

◆ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (২–৫ নম্বর)

১. চর্যাপদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য লিখ।

চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা, মাগধী অপভ্রংশ ও সংস্কৃতের মিশ্র রূপ। এতে সরল বাক্যগঠন, লোকজ শব্দ এবং প্রতীকী ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। ভাষা এখনও সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা নয়।

---

২. চর্যাপদের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য লিখ।

চর্যাপদের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে—

- গীতিধর্মী রচনা
- প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার
- আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশ
- সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ
- মানবজীবনের রূপক চিত্রণ

---

৩. চর্যাপদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব লিখ।

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এটি বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের প্রাথমিক দলিল এবং মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাস বোঝার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

◆ রচনামূলক প্রশ্ন (১০ নম্বর)

(প্রতিটি উত্তর প্রায় ৪০০–৪৫০ শব্দ)

১. চর্যাপদের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা কর।

চর্যাপদের ঐতিহাসিক পটভূমি ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে চর্যাপদ রচিত হয়। এই সময়কালে বাংলাসহ পূর্বভারতে বৌদ্ধ ধর্মের সহজযান ও বজ্রযান শাখার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

সহজযান বৌদ্ধ সাধকরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতের পরিবর্তে লোকভাষায় আধ্যাত্মিক গান রচনা করেন। এই সাধকরাই ছিলেন চর্যাকার। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল গূঢ় তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যদিও তা সরাসরি না বলে প্রতীকী ও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করা হতো।

এই সময় বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা, পাল ও সেন রাজবংশের উত্থান-পতন, এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম চাপের মুখে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সহজযান সাধকরা গোপন সাধনার পথ গ্রহণ করেন এবং সেই গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সন্ধ্যাভাষার আশ্রয় নেন।

চর্যাপদ শুধু ধর্মীয় রচনা নয়; এতে তৎকালীন সমাজ, পেশা, গ্রামীণ জীবন ও মানবিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলনও রয়েছে। ফলে চর্যাপদ আমাদের মধ্যযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস বোঝার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

---

২. চর্যাপদের ভাষা ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

চর্যাপদের ভাষা ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যের বিকাশের প্রাথমিক স্তরকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ভাষার দিক থেকে চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা, মাগধী অপভ্রংশ ও সংস্কৃতের মিশ্র রূপ। এতে আধুনিক বাংলার মতো পরিণত রূপ না থাকলেও বাংলা ভাষার বীজরূপ স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

চর্যাপদের অন্যতম ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হলো সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার। এই ভাষা ইচ্ছাকৃতভাবে দ্ব্যর্থবোধক ও প্রতীকী, যাতে সাধারণ পাঠক এক অর্থ বুঝলেও সাধকগণ আধ্যাত্মিক গভীর অর্থ অনুধাবন করতে পারেন।

সাহিত্যিক দিক থেকে চর্যাপদ গীতিধর্মী। এগুলি মূলত গাওয়ার জন্য রচিত। পদগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও ভাবগম্ভীর। রূপক, প্রতীক ও উপমার মাধ্যমে দেহতত্ত্ব, মুক্তি, সাধনা ও ঈশ্বরসন্ধানের কথা বলা হয়েছে।

চর্যাপদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য হলো মানবজীবনের চিত্রণ। নৌকা, নদী, মাছ, চাষাবাদ, গৃহস্থালি— এসব সাধারণ উপাদান ব্যবহার করে আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে চর্যাপদ আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি মানবিক অভিজ্ঞতারও কাব্যিক রূপ।

---

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, চর্যাপদই বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন। এর মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও প্রাথমিক রূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি গীতিকবিতার নিদর্শন। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী ও ভক্তিমূলক সাহিত্যের ভিত্তি এখানেই নিহিত।

তৃতীয়ত, চর্যাপদ মধ্যযুগীয় ধর্মীয় চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সহজযান বৌদ্ধ সাধনার তত্ত্ব, দেহভাবনা ও মুক্তির ধারণা এতে প্রকাশ পেয়েছে।

চতুর্থত, চর্যাপদ সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এতে তৎকালীন মানুষের জীবনযাপন, পেশা ও সামাজিক পরিবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অতএব বলা যায়, চর্যাপদ শুধু বাংলা সাহিত্যের সূচনা নয়, বরং বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক মৌলিক ভিত্তি।

◆ বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন

(প্রতিটি উত্তর প্রায় ৪০০–৪৫০ শব্দ)

১. চর্যাপদকে কেন বাংলা সাহিত্যের সূচনা বলা হয়?

চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের সূচনা বলা হয় কারণ এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন। চর্যাপদের ভাষা যদিও সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা নয়, তবু এতে বাংলার মৌলিক কাঠামো,

শব্দভাণ্ডার ও বাক্যরীতির উপস্থিতি রয়েছে। এর আগে বাংলা ভাষায় কোনো লিখিত সাহিত্য পাওয়া যায় না।

চর্যাপদের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষা সাহিত্যিক প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গীতিধর্মী রচনা, কাব্যিক ভাব ও ভাষার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ধারাকে নির্দেশ করে। তাই চর্যাপদই বাংলা সাহিত্যের সূচনা বিন্দু।

---

২. চর্যাপদের ভাষা কি সম্পূর্ণ বাংলা? বিশ্লেষণ কর।

চর্যাপদের ভাষা সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা নয়। এটি মূলত প্রাচীন বাংলা ও মাগধী অপভ্রংশের মিশ্র রূপ। এতে সংস্কৃত শব্দের প্রভাবও লক্ষণীয়। তবে ভাষার গঠন, ক্রিয়ার ব্যবহার ও শব্দচয়নে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট।

চর্যাপদের ভাষাকে তাই "প্রাচীন বাংলা" বলা হয়। এটি বাংলা ভাষার বিবর্তনের একটি প্রাথমিক স্তর। এই দিক থেকে চর্যাপদের ভাষা সম্পূর্ণ বাংলা না হলেও বাংলা ভাষার মূল ভিত্তি হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

◆ MCQ উত্তর

1. চর্যাপদ আবিষ্কার করেন — **B. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী**
2. চর্যাপদের ভাষা — **C. মিশ্র প্রাচীন বাংলা**